দৈনিক বাংলা

23

তারিখ 24 MAY 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষিত বেকার

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের রিপোর্টে আমাদের সমাজের বেকারত্ব সম্পর্কে উদ্বেগজনক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। কর্ম-কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে দেশে উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে ১৯৮২ সালে যেখানে একটি শূন্য পদের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ২০ জন, ১৯৮৮ সালে সেখানে একটি শূন্য পদের জন্য প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২৬ জন। প্রতি বছরই চাকরি প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ছে, সেই তুলনায় পদের সংখ্যা না বেড়ে বরং কমে গেছে। কমিশন বলেছে এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট হুমকির সৃষ্টি হতে পারে।

দেশে শতকরা হারে শিক্ষিত কর্মবাহিনী না বাড়লেও সংখ্যার হারে শিক্ষিত চাকরি প্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে, একটি শূন্য পদের জন্য ১২৬ জন উপযুক্ত প্রার্থীর দরখাস্ত করা তারই প্রমাণ। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মারাত্মক সেশন জট সত্ত্বেও যারা চাকরির বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারছেন তাদের অনুপাতই ১ ঃ ১২৬, সেশন জটের এই অশুভ ও অসঙ্গত ফেকরা না থাকলে একটি শূন্য পদে দরখাস্তকারীর সংখ্যা হয়ত পাঁচশ ছুঁতে পারত।

সারা দেশে তুলনামূলকভাবে শিক্ষিত বেকারদেরই কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি, যে দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা পাঁচশও নয়, সেখানে শিক্ষা বঞ্চিত বেকারদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি শিক্ষা বঞ্চিতদের সম্পর্কে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

আসলে দেশের বেকারত্ব সমস্যা একটি সামগ্রিক সমস্যা। একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাই যেখানে অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানে নিরক্ষরদের কর্ম-সংস্থানের সুযোগ এর চেয়ে বহুগুণ কমে গেছে। এই অবস্থা কোন সমাজের জন্যই কাম্য হতে পারে না।

কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রে এই জটিলতা নিরসনে কি পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব কর্ম কমিশন সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ না করলেও বলা যায় যে দেশের সামগ্রিক সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের স্বার্থে বেকারত্ব মোচনের জরুরী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। এই সংকট কেবল শিক্ষিত বেকারদের ক্ষেত্রেই নয় নিরক্ষরদের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। দেশে সরকারী চাকরির সংখ্যা জবরদস্তিভাবে বাড়ান সম্ভবও নয়, হয়ত সঙ্গতও নয়। সে ক্ষেত্রে বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পায়ন জরুরী। শিল্প কারখানা স্থাপিত হলে সেখানে শিক্ষিত-নিরক্ষর নির্বিশেষে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটে। তা ছাড়া শিক্ষিত বেকারদের জন্য স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করে ঋণদান কর্মসূচী হাতে নেয়া দরকার। এতে তারা ছোটখাট ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিতে পারবে। শিল্পায়ন ছাড়া কর্মসংস্থানের সুযোগ তাই সৃষ্টি করা অসম্ভব। কিন্তু শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে শত রকমের জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতার ফলে শিল্পায়ন গতি পাচ্ছে না, সম্প্রতি শিল্প সচিব নিজেও এক পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এই দীর্ঘসূত্রতার কথা স্বীকার করেছেন।

অর্থাৎ কর্ম সংস্থানের বিষয়টি একক সমস্যা নয়। এর সঙ্গে শিক্ষা সেশনজট ও শিল্পায়ন আঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তাই সমস্যাটিকে সামগ্রিক নিরিখে বিবেচনা করাই বাঞ্ছনীয়।